নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১৩ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

১৯ জুন ২০১৩, বুধবার, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

পুরস্কারপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মায়ের স্বাস্থ্যসেবায় উলেস্ন­খযোগ্য অবদান রাখার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান পুরস্কৃত হয়েছে, আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। মায়েদের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করেই ১৯৯৭ সালে আমরা প্রতিবছর ২৮শে মে ‘নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালনের ঘোষণা দেই। মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব ও পুষ্টি সম্পর্কে মা, পরিবার ও সমাজের সকলস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচির ফলে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচকের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু ২০০৮ সালের ৬৬ দশমিক ৮ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬৯ বছর হয়েছে।

যেসব সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সূচক এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে সেগুলো হল: জন্মহার হ্রাস, বিয়ের বয়স বৃদ্ধি, নারী শিক্ষার বিস্তার, জরুরি প্রসূতি সেবার সম্প্রসারণ, নারীর ক্ষমতায়ন, যোগাযোগের উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০১৫ সালের আগেই অতি দরিদ্রদের সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে এমডিজি-১ অর্জনের জন্য গত ১৬ জুন জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করেছে।

এরআগে আমরা শিশু মৃতুহার হ্রাসে উলেস্নখযোগ্য অবদান রাখার জন্য এমডিজি-৪ এবং সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড অর্জন করি।

শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে অসামান্য সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ ও ২০১২ সালে Global Alliance of Vaccination & Immunization (GAVI) পুরস্কার লাভ করে।

সুধিবৃন্দ,

মাতৃস্বাস্থ্য, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৬ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য জরুরি প্রসুতি সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে। বর্তমানে সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লে­ক্স ও ৬৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম চলছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে ঢাকার আজিমপুরে MCHTI, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সেন্টার এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করা হয়।

এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত করেছি।

আমাদের সরকারের সময় স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার চালু হয়েছে। বর্তমানে ৮টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আরও ১০টি হাসপাতালে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে।

জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে ইন্টারনেট সংযোগ ও ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে। ২২টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রসূতি মায়েরা ফোনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন।

হত দরিদ্র মায়েদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম' চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৩টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলছে। আরও ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ২০টি করে উপজেলা এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাড়ীতে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা, জটিল গর্ভবতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর লক্ষ্যে সরকারি ও প্রাইভেট কমিউনিটি ভিত্তিক স্কিল বার্থ এটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে। এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৬২৭ জনকে এ  প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা  বাড়িতে প্রসূতি মায়েদের দক্ষ সেবা প্রদান করছেন।

২০১৫ সালের মধ্যে ৩ হাজার মিডওয়াইফ তৈরির কার্যক্রম বর্তমানে চলছে। ইতোমধ্যে ৫৯৬ জন নার্স ৬-মাস মেয়াদী মিডওয়াইফারী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তিন-বছর মেয়াদী মিডওয়াফারি কোর্সও চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৩০ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা যেমন ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যৌথভাবে মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

স্বাস্থ্যসেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষিত জনবল একান্ত অপরিহার্য। স্বাস্থ্য বিভাগে ইতোমধ্যে আমরা ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকারি সার্জন এবং বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ হাজার ৯৪৫ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি এবং ৫২১ জন চিকিৎসা সহকারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে মোট ১ হাজার ৭৪৭ জন  স্টাফ নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নার্সিং জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে। নার্সিং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৮ হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরও প্রায় ৭ হাজার ডাক্তার, ৫ হাজার নার্স ও ৩ হাজার মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

গত সাড়ে ৪ বছরে সারাদেশে সরকারি হাসপাতালসমূহে ৫ হাজারেরও অধিক শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য ৪৭টি জেলা হাসপাতাল, ৫০টি  উপজেলা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে মোট ২৬৭টি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতি ৬ হাজার  গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২ হাজার ২৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকে সেবা প্রদানের জন্য ১৩ হাজার ৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৬ হাজার ৯২৪ জন অর্থাৎ ৫৩ শতাংশ নারী।

এসব পদক্ষেপ সত্বেও এখনও প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ১৯৪ জন মায়ের মৃত্যু হয়। আর প্রতি হাজারে নবজাতকের মৃত্যু হয় ৩২ জনের। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ১৪৩, নবজাতকের মৃত্যু প্রতি হাজারে ২০ এবং দক্ষ হাতে প্রসবের হার ৫০ ভাগে উন্নীত করতে হবে। এটি হল আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

এজন্য স্বাস্থ্য সেবাদানকারী এবং নীতি নির্ধারকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং সকল পর্যায়ে জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে  মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এমডিজি লক্ষমাত্রাসমূহ অর্জনে অবশ্যই সক্ষম হবে।

শুধু জনবল নিয়োগ ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণই নয়, সেবা প্রদানকারীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানকে জরুরি প্রসূতি সেবা কাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এবারও প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের ১টি করে প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠান পুরস্কার পেয়েছে, তাদের পুরো টিমের সদস্যবৃন্দকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।